অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো

বন্ধ করুন | প্রিন্ট করুন

ঢাকা, শনিবার, ৬ জানুয়ারি ২০০৭, ২৩ পৌষ ১৪১৩, ১৫ জিলহজ ১৪২৭
বর্ষ ৯, সংখ্যা ৬১, আপডেট : বাংলাদেশ সময় রাত ১টা ৪৫ মিনিট

জ ন চি কি ৎ সা র চি ত্র

‘যে ডাক্তাররা মারামারি করে, তারা কী চিকিৎসা করব’

ডা. মো. শফিকুল ইসলাম

ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় এসেছেন কদবানু। তার গুরুতর অসুখ। অনেক ওষুধ-পথ্য খেয়েছেন, কিন্তু শরীরের কোনো উন্নতি নেই। তাই ‘শেষ চেষ্টা’য় এসেছেন ঢাকা। শুনেছেন পিজি হাসপাতাল (কদবানু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল বোঝেন না) নাকি দেশের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল। এই হাসপাতাল হলো শেষ চিকিৎসার জায়গা। অনেক খারাপ রোগী এই হাসপাতালে এসে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে নিজের ঘরে ফেরে। গ্রামের সবার পরামর্শে জমি বন্ধক রেখে ছেলেকে নিয়ে এসেছেন তিনি। সঙ্গে আরও এক পড়শি, যার শহরে আসা-যাওয়া রয়েছে। পিজি হাসপাতালেও তিনি যাওয়া-আসা করেন।

ঈদের পরের শনিবার। রাস্তাঘাটে মানুষজন কম। কদবানু গ্রামেই শুনেছেন, ঢাকায় নাকি গোলমালের আশঙ্কা। আওয়ামী লীগ-বিএনপির ঝগড়া। গ্রামেও কদবানু আওয়ামী লীগ-বিএনপির ঝগড়ার কথা শুনেছেন। গুরুতর কিছু হয় না। মারামারি হয়, তবে অনেক সময় নিজেরাই মিটমাট করে ফেলে। অসুস্থ শরীরে রাস্তাঘাটে বিপদাপদ থাকলেও চিকিৎসার জন্য বাড়ি ছাড়তেই হবে। কদবানু ও তাঁর ছেলে চিন্তাভাবনা করেই ঢাকা এসেছেন। তাঁদের গ্রামের এক ছেলে পিজিতে চাকরি করে। সে বলেছে, রোজা-রমজানে রোগী কম থাকে। ঈদে আরও কমে যায়। তখন নাকি হাসপাতাল একদম ফাঁকা থাকে। সহজেই বিনা ভাড়ায় বিছানায় ভর্তি হওয়া যায়। কদবানু গরিব মানুষ। ছেলে বর্গাচাষি। চিকিৎসার টাকা জোগাতে বেশ কষ্ট হয়। তাই বিনা ভাড়ার বিছানায় ভর্তি হওয়ার চিন্তা। হাসপাতালে যেতে কদবানুর খুব ভয়। হাসপাতালে নাকি নানা কিসিমের মানুষ থাকে। গ্রামের মানুষ পেলেই ঠকায়। বড় হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলে নিজের মানুষ থাকতে হয়। কদবানুদের নিজেদের মানুষজন নেই। যারা আছে তারা সবাই তাদের মতোই গরিব। নূন আনতে পানতা ফুরোয় এ রকম অবস্থায় পিজিতে চাকরি করা গ্রামের পড়শির উপদেশ বেদবাক্যের মতো মনে হয়। ওই পড়শির পরামর্শতেই ঢাকায় এসেছেন কদবানু। উঠেছেন মহাখালীর এক হোটেলে।

সকালে সামান্য খেয়ে কদবানুকে রিকশাযোগে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। বহির্বিভাগে লোকজন কম। গেট খুলেছে দেরিতে। বহির্বিভাগে মেঝেতে বসিয়ে টিকিট কিনতে গেছে তাঁর ছেলে। কিন্তু কাউন্টারে লোকজন নেই। তারা মিছিলে গেছে। আজ মহানগরীর রাস্তাঘাটে মিছিল হচ্ছে। হাসপাতালেও মিছিল হচ্ছে। ছেলে এসে কদবানুর পাশে বসে। কাউন্টারের লোকজন ফিরলে টিকিট করবে। আজই ভর্তি করাতে হবে। পড়শি হাসপাতাল কর্মচারী বলেছে, ১০টা সাড়ে ১০টার দিকে সে আসবে। ডাক্তার সাহেবদের বলে-কয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেবে। হাসপাতালে রোগীদের উপস্থিতি কম দেখে ছেলে এক ধরনের স্বস্তিবোধ করে। সহজে ভর্তি হওয়া যাবে বলে মনে হয় তার।

হঠাৎ করে দূরে স্লোগানের শব্দ ওঠে। স্লোগানের শব্দ বেড়ে যায়। হাসপাতাল করিডরে স্লোগান। স্লোগানে কেমন জানি উত্তেজনা। ‘আমরাও প্রস্তুত, রাজপথ ছাড়ি নাই, ...ভয় নাই।’ কদবানুর ভয় হয়। স্লোগানে এ রকম কথা কেন? দুর্বল-ক্লান্ত শরীর নিয়েও কদবানু মিছিল দেখতে চান। গ্রামের বাড়িতে বড় রাস্তায় মিছিলের শব্দ হলে তাঁর আগ্রহ বেড়ে যেত। কাজ ফেলে বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে মিছিল দেখতেন। মিছিল নিয়ে পড়শিদের সঙ্গে কথা হতো। কাদের মিছিল বড়। আওয়ামী লীগের না বিএনপির–এসব নিয়ে তর্কবিতর্কও হতো। এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতেন তিনি। কিন্তু ‘ঢাকার শহরে এইডা কিরুম মিছিল? কেমন জানি মারামারির ভাব?’–ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন। ছেলের ভয়ার্ত চেহারা। সঙ্গের পড়শি বলেন, ‘ডাক্তারদের মিছিল। বিএনপি-আওয়ামী লীগ দুই দলেরই নাকি মিছিল হইতাছে।’ পড়শির ভেতর এক ধরনের উত্তেজনা।

হাসপাতাল ক্যাম্পাসে মিছিল। মিছিলের শব্দ বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের দেয়ালে অনুরণিত হয়ে উত্তাপ ছড়াচ্ছে সর্বত্র। মিছিল একসময় বহির্বিভাগের সামনে চলে আসে। কদবানু মিছিল দেখতে পান। মিছিলের লোকজন প্যান্ট-শার্ট পরিহিত।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তারা ডাক্তার। কিন্তু তাদের চোখে-মুখে কেমন জানি উগ্রতা। স্লোগান শুনেই মনে হয়, তারা যেন মারামারির জন্যই এসেছে। এমন সময় দূরে আরেক মিছিলের শব্দ। '...তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে। ...বিরুদ্ধে আমরাও প্রস্তুত।' ওই মিছিলও এদিকে আসছে। টান টান উত্তেজনা। এমন সময়ই শুরু হয় মারামারি। 'ধর, মার–একটারেও ছাড়তাম না।' ইটের টুকরার ঢিলাঢিলিতে পুরো এলাকায়ই রণক্ষেত্রে পরিণত। কদবানু ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন। ইতিমধ্যে ইটের ঢিল লেগেছে বহির্বিভাগের জানালায়, ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ে জানালার কাচ। কয়েকজন এসে গুঁড়িয়ে দিয়েছে টিকিট কাউন্টার। ঢিলাঢিলির শব্দে, কাচের ঝনঝন শব্দে পুরো পরিবেশ কেমন জানি ভয়ঙ্কর ঠেকে কদবানুর কাছে। তিনি 'আল্লা আল্লা' করতে থাকেন। 'আল্লা এই বিপদ থাইক্যা বাঁচাও'–আর্তনাদ কদবানুর।

হাসপাতালে মানুষ এভাবে ঝগড়া করতে পারে, কদবানুর তা ধারণার বাইরে। এ রকম ঝগড়া যে কদবানু দেখেননি তা নয়। গ্রামের বাড়িতে জমি নিয়ে মারামারি দেখেছেন। রামদা, বল্লম, টেঁটা ইত্যাদি নিয়ে মারামারিতে লিপ্ত হতো দুই পার্টি। মারামারির লোক ভাড়া করে আনা হতো। জমি দখলের জন্য ওইসব মারামারি। তিনি গ্রামের মৃধা-মোড়লদের ভেতর এ রকম মারামারি দেখেছেন। সেসব তো খারাপ মানুষের কাজ? এখানকার মানুষজন তো সবাই শিক্ষিত। ডাক্তার। মানুষের সেবা-শুশ্রূষা করা যাদের কাজ। তারা তো আল্লার ফেরেশতা। ফেরেশতারা মারামারি করতে পারে না। তাই ডাক্তাররাও মারামারির মানুষ নয়। তাদের হাত দিয়ে মানুষের রোগমুক্তি ঘটে। ওই হাত পবিত্র হাত। কদবানুর মনে পড়ে গ্রামের ডাক্তারবাবুর কথা। কী সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর। ফরসা গায়ের রঙ। মুখে মিষ্টি হাসি। তাঁকে সবাই মান্য করত। তিনি কখনো ঝগড়া করেননি বরং ঝগড়া মেটাতেন। ডাক্তারদের তো ওই ডাক্তারবাবুর মতো হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে এই অবস্থা ক্যান? ডাক্তাররা যদি মারামারি করে, তাহলে রোগী দেখবে কে? মারামারির ডাক্তারদের রোগী দেখার সময় কই?

কদবানুর শরীর দুর্বল। দুর্বল তাঁর চিত্তও। সময় ফুরাচ্ছে, এখন আর শরীর আগের মতো হবে না। চিকিৎসা করালেও লাভ হবে না বলে বিশ্বাস কদবানুর। তবুও বাঁচতে চান তিনি। তিনি বাঁচতে চান সুস্থ শরীর নিয়ে। কারও দান-দক্ষিণায় নয়। তিনি তাই বয়সজনিত হতাশায় থাকলেও সুস্থ শরীরে বাঁচার কথা ভাবেন। ছেলের জন্য, ছেলের বউয়ের জন্যও ভাবনা রয়েছে তাঁর।

কিন্তু চিকিৎসা করাতে এসে এসব কী দেখছেন? ডাক্তাররা মারামারি করছে, ভাঙচুর করছে। হাসপাতালের দরজা-জানালা, আসবাবপত্র ভাঙচুর হয়েছে। যারা ভাঙচুর করে, তারা কীভাবে মানুষদের চিকিৎসা দেবে? তাদের চিকিৎসায় কি রোগীরা ভালো হয়? কদবানুর মনে এসব প্রশ্ন। ডাক্তারদের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। এই হাসপাতালের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হবেন না বলে আশঙ্কা জন্মে তাঁর মনে।

ইতিমধ্যে বাঁশি বাজিয়ে পুলিশ এসেছে। পুলিশেরও চেহারা জানি কেমন! মাথায় টিনের টুপি, হাতে বাঁশি বাজিয়ে দৌড়াচ্ছে পুলিশ। কদবানু আতঙ্কিত চোখে এসব দেখছেন। পুলিশের সঙ্গেও কি ডাক্তারদের মারামারি হবে? তাঁর মাথায় বাড়ি যাওয়ার চিন্তা জাগে। যে প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলেন, তা যখন হলো না তখন বাড়ি যাওয়াটাই তো উচিত তাঁর! কিন্তু যাবেন কী করে? বাস বন্ধ, ট্রেন বন্ধ। বাড়িতে ট্রেন-বাস ছাড়া যাওয়ার অন্য উপায় নেই। কদবানু হতাশ হন।

এদিকে হাসপাতালের হইচই কমে গেছে। এক ধরনের নীরবতা নামলেও পরিবেশ থমথমে। মারামারির সময় যাঁরা দৌড়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা আতঙ্কে হাসপাতাল ত্যাগ করছেন। হাসপাতালের গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। বহির্বিভাগে কেউ আসছেন না, বরং যাঁরা তাঁর মতো চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন, তাঁরাও চলে যাচ্ছেন। এ সময় তাঁদের গ্রামের হাসপাতালে চাকরি করা পড়শি আসে। বলে, 'আইজ তো আর চিকিৎসা হইব না, ডাক্তাররা কেউ আইব না'। কদবানু বলেন, না রে বাবা, এই হাসপাতালে আর আমার চিকিৎসার দরকার নাই। যে ডাক্তাররা নিজেরা মারামারি করে, তারা আমার কী চিকিৎসা করব?' তিনি ছেলেকে বলেন, 'বাজান, লও, বাড়িত যাই।'

ডা. মো. শফিকুল ইসলাম: বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

URL : http://www.prothom-alo.com/print.php?t=m&nid=MTk3MDA= বন্ধ করুন প্রিন্ট করুন

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by
Prothom-Alo.com
Privacy Policy | Terms & Conditions